উন্মীলন সঙ্গীত

"কালাপাহাড়" রচিত

উন্মীলন সঙ্গীত

দ্বিতীয় ভাগ

"কালাপাহাড়" রচিত

প্রথম সংস্করণ

১৩৪২

Rs. 0.50

 [মূল্য তিন আনা

প্রকাশক
শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত
১২নং কৈলাস বোস লেন,
হাওড়া

প্রিণ্টার
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৫৯, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

মন্তব্য
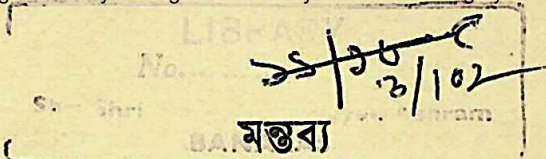
প্রথম ভাগে ১০৮টী গান দেওয়া হইয়াছে। এই গানগুলি যদি'ও ব্যঙ্গছলে লেখা হইয়াছে কিন্তু ইহাদের উদ্দেশ্য লোকের মনে বিবেকের উদ্রেক করা। অনেকে ইহাকে ধৃষ্ঠতা মনে করিবেন কারণ আমাদের মধ্যে এত জজ ব্যারিষ্টার. উকীল ডাক্তার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন যে আমরা যে বুদ্ধিহীন ইহা কোন মতেই ধারণা করা যায় না। আমাদের মধ্যে কত বাগ্মী জন্মিয়াছেন যাঁরা সকল দেশে সম্মানিত, কত ধর্ম্ম প্রচারক যাঁরা সকল স্থানে পূজিত। কিন্তু একটি প্রশ্ন সর্ব্বদা মনে জাগিয়া উঠে যে আমরা এত গুণী হইয়াও চিরকাল গোলামী করিয়া আসিতেছি কেন? অনেকে বলিবেন আমাদের মধ্যে একতা নাই বলিয়া। কিন্তু অপরেই বা একতা লাভ কি করিয়া করেন ইহার মীমাংসা করিলেই আমাদের হীনতার কারণ উপলব্ধি হইবে। মানুষের স্বভাবই সঙ্ঘ বদ্ধ হয়ে থাকা। আমরা নিজেদের বুদ্ধি হীনতায় পৃথক পৃথক হইয়া থাকিতে দৃঢ়সংকল্প। সুতরাং আমরা যে সহজেই অপরের দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইব তাহার আর আশ্চর্য্য কি!

এই ভাগে গানগুলিকে কয়েকটি জাতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই সনাতন প্রথার সুবিধা যে যে গানটি দরকার হইবে সেই গানটি সহজেই বাহির করা যাইবে।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিষয়

প্রার্থনা

ঐশ্বরিক

পারলৌকিক

ঐহিক

মাহাত্মিক

পারমার্থিক

দৈবিক

সামাজিক—

রাষ্ট্রিক

ক্রিকেট

লৌকিক

উন্মীলন সঙ্গীত

প্রার্থনা

(১)

(সুর—কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব)

যদি দশটি মোহর রোজ রাখিয়া দাও প্রভু
আমার মাথার বালিশ তলে।
আমি আধ ঘুম ঘোরে পরশি সে সবে
ভাসিব ভকতি সলিলে ॥
আমি তোমাতে হয়ে রব সদাই আমি হারা
তোমার নাম গেয়ে নয়নে ববে ধারা
এ দেহ শিহরিবে
পুলকে পুরিবে
তোমার নাম কাণে পশিলে
ভবের যত সুখ ভুঞ্জিয়া রাত্রি দিনে
দেহান্তে যাব যবে তোমার সদনে
দৈনিক বৃত্তিটি
দিতে করো না ত্রুটি
দুঃখ না পেতে হয় পরকালে ॥

(২)

(সুর—বালিকা বয়সে ছিলাম স্ববশে)

ওহে জগপতি, করিহ মিনতি

ভকতের এ সাধ মিটাতে হলে।

তব পূজা তরে, টাকা থলে ভরে

যেতে পারি লয়ে মরিব যবে ॥

ফুল চন্দনে, নানা আভরণে

সাজাই তোমারে কতই যতনে।

দেহান্তে কি প্রভু, সবই আরাধনে

চিরকাল তরে ত্যজিতে হবে ॥

তব নাম করে, নানান ফিকিরে

টাকা রোজগার অনেক করেছি

না খেয়ে না দিয়ে, নানা ক্লেশ সয়ে

জমা করে সব রেখেছি--

বড় আশা মনে ফেলি আপন জনে

চলে যাব যবে তোমার সদনে

ধন, রতনে, পূজি ও চরণে

ভকতের সাধ মিটিবে তবে ॥

(৩)
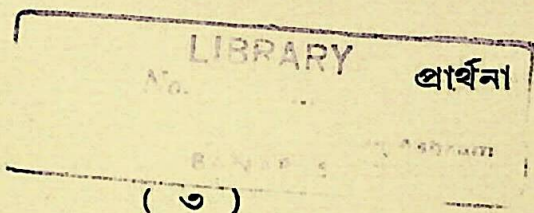
(সুর—যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা)

দয়াময় দয়া করে, এই উপকারটা মোর দাও হে করে
আমার উপরে যে পাঁচজন আছে দাও হে তাদের দফা সেরে ॥

বয়স কারো বেশী হয়নি
লোহার মত দেহ কখানি
প্রমোসন মোর হবেনা জানি
এই পাঁচ জনের কেউ না গেলে সরে ॥

শত্রু মুখে ছাই দিয়ে
গণ্ডা গণ্ডা ছেলে মেয়ে
গিন্নী তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে
পূজো করে আরো পাবার তরে ॥

মাহিনাতে কুলোয় না আর
কর এস্পার না হয় ওস্পার
দাও আমারে লিফ্‌ট এবার
(নইলে) দাও হে উপরির উপায় করে ॥

(৪)

(সুর—আলোকের এই ঝরণা ধারায়)

বুড়োদের এই চালাকি সব ঘুচিয়ে দাও
পারে যাবার ঘাটে এসে করছে কত ছল
ঘুচিয়ে দাও ॥
যে জন সারা জীবন মজে আছে মদে ও মাংসে
আজ যাবার বেলা ছেড়ে সে সব ধরছে নিরামিষে
এখন হরিনাম সুধা শুধু করছে পান
ভাবছে তুমি হয়ে সদয় পেছিয়ে দেবে যাবার সময়
সে সব কিছুই হবে নাক বুঝিয়ে দাও ॥
কেশে কলপ বাঁধান দাঁত ঘুচিয়ে দাও
লোল চর্ম্ম মাসাজ করে টান রাখা ঘুচিয়ে দাও,
গড়ের মাঠে নদী বক্ষে হাওয়া খাওয়া
শৈলাবাসে শরীরটাকে তাজা রাখা
এর কোনটাই যে খাটবে নাক বুঝিয়ে দাও,
মরতে যখন হবে তখন মিছে দেরি করছে কেন
এই অভাগাদের দুদিন আমোদ করতে দাও ॥

(৫)

(সুর—ছুটো কথা কি তোমার প্রাণে সয় না)

একটা পয়সা ত কারেও দিতে পার না
কিসে তোমায় সর্ব্বশক্তিমান বলে তাত বুঝি না ॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা
জীব পূর্ণ এই ধরা
তোমার তৈরি বলে লোকে নাম তোমার করে ঘোষণা ॥
জন্ম মৃত্যু জরা দৈন্য
সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য
এ সবি তুমি দিতে পার একটি পয়সা শুধু পার না ॥

(৬)

(সুর—ধন্য ধন্য ধন্য ভূমি দীন অন্তকারী)

ধন্য ধন্য ধন্য তুমি বিহার ধ্বংসকারী।
ভূমিকম্পে ভাঙ্গিলে নিমেষে ঘর দুয়ার সবারি ॥
করুণা সাগর দয়া প্রকাশিয়া
কচি ছেলে মেয়ে মারিলে পিষিয়া
ছাদ চাপা দিয়া বধিলে যতেক অন্তঃপুর নারী ॥
হস্তপদ ভাঙ্গি রাখিলে যাহারে
পড়িয়া রহেছে পথের ধারে
মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে গাহিছে গান তোমারি ॥
নিরো নাদিরশা হার মেনে যায়
তোমার ভীষণ নৃশংতায়
তুমি হে একমদ্বিতীয়ং তোমার তুলনা দিতে কি পারি ॥

(৭)

(সুর—সকলি তোমারি ইচ্ছে—)

সকলি তোমারি ইচ্ছে ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি ॥
ব্যাঙ্কের টাকা চুরি করায়
পুলিশ ধরলে শুধু আমায়
ওমা চিনলে নাগো তারা তোমায়
আসল চোর যে হচ্ছ তুমি ॥

সেদিন গেনু অভিসারে
সবাই ধরে মোরে মারে
তোমার নাম মা কেউ না করে
এ দুঃখে মরে যাইগো আমি—

এবে নরহত্যা করায়
ফাঁসির হুকুম হলো আমায়
ওমা আমি মরি ক্ষতি না তায়
ভাল হোত ঝুললে তুমি ॥

(৮)

(সুর—শান্ত হ রে মন চিত্ত নিরাকুল)

মরণ তুমি যে পরম বন্ধু
শত্রু বলে কেন ভাবে।
তুমি কাছে এলে, ভীত চিত হয়ে
হাহাকার করে সবে॥
তুমি আছ তাই এ ধরা সুন্দর
ফল পত্র পুষ্পে সাজে নিরন্তর
জরা ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে অপসারিত
নিত্য নবীন শোভে॥
তুমি না থাকিলে এ বিশাল ভুবন
জীব জন্তু পূর্ণ হোত এত দিন
চলা ফেরা করবার না থাকত স্থান
পরলোকের দশা হোত ভবে॥

(৯)

(সুর—যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক)

ও মন এমন একটি দিন আসিবে
যে দিন পটোল তুলতে হবে ॥
এ সব জারি জুরি (মন রে) বাহাদুরি
কোথায় সে সব চলে যাবে ॥
মিঠাই মোণ্ডা, মুরগী আণ্ডা
লুচি পাঁঠা লুবছ এবে
তখন এক ফোঁটা জল (মন রে) পাবার তরে
কতই তুমি খাবি খাবে ॥
টাকা করি জমিদারি
যার জন্যে সদা মরছ ভেবে ।
তখন সামলাতে তাদের (মন রে) পারবে না আর
বিছানা শুধু হাতড়াবে ॥
গৌর নিতাই কালাচাঁদ রাই
তারা তারা বলছ উচ্চ রবে
তখন রুদ্ধ কণ্ঠ (মন রে) হবে তোমার
শুধু নাভি শ্বাসের শব্দ হবে ॥

পারলৌকিক

গুরু পুরোহিত স্বজন সুহৃৎ
শ্মশানে তোমায় পোড়াবে
তুমি ভুত হয়ে পাছে (মন রে) থাক ঘরে
গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দেবে ॥
কালাপাহাড় বলে একবার
দেখ ছেলে মেয়েয় আপনা ভেবে
তখন একটা থেকে (মন রে) দশটা হয়ে
অমরত্ব লাভ করিবে ॥

(১০)

(সুর—বিফল জীবন বিফল জনম—)

বিধির লিখন না হয় খণ্ডন যতই তুমি কেন না মান তারে।
জনম মুহূর্ত্তে লিখিল ও ভালে ঘটিবে বা কিছু পরে ॥
কতকাল তুমি হামাগুড়ি দেবে
স্তন্য পান তুমি কদিন করিবে
খাট হতে ভুমে কবার পড়িবে
আগুণে পা কবে যাবে পুড়ে ॥

কি ভাষায় তুমি বাবা মা বলিবে
পায়জামা কিম্বা ধুতি পরিবে
ঘোড়া চড়িবে কি কোলে কোলে রবে
পুষ্ট হবে দুগ্ধ কি মাংসাহারে ॥
স্কুলে কঘা বেত্র খাইবে
পরীক্ষায় কবার ফেল হইবে
অর্দ্ধাঙ্গী পরি কি পেত্নী জুটিবে
পুত্র বিবাহে ডোবাবে কারে ॥
কুলী কি কেরাণী কৌন্সিলি ডাক্তার
লাট পারিষদ কি লর্ড মেয়ার
গুরু কি চেলা পাইক কি সর্দ্দার
যা কিছু হবে ওই লেখার জোরে ॥
মরিবে কবে শুধু লিখিতে না পারে
শৈশবে বাল্যে যৌবনে কি প্রৌঢ়ে
মরিতে কিন্তু হবে সবারে
শেষের দশা সবার একই রে ॥

(১১)

(সুর—হাবা ছেলে বাবা বলে)

হাবা ছেলে বাবা বলে কেঁদোনারে আর।
জন্মে জন্মে কত বাবা পাবে
ভাবনা কি তোমার॥
সুকৃতি দুষ্কৃতি ফলে
রকম রকম বাবা মেলে
লক্ষ্মী সোনা তুমি হ'লে
রাজা বাবা পাবে এবার॥

(১২)

(সুর—এই করেছ ভাল নিঠুর)

একটিবার তোল মরণ হে মরণ হে একটিবার তোল।
এই উভয় লোকের মাঝখানের ঐ আবরণটি তোল॥
মানুষ যখন মরে শেষে
দেহ পঞ্চভূতে মেশে
প্রাণটি যায় তব সকাশে
(লয়ে) পাপ পুণ্য গুল॥
প্রাণ কি পাপ পুণ্য কিছুই যায় না দেখা হেথা
শরীরী হয়ে 'ওঠে আবার গেলে তোমার হোথা
শাস্তি পূজা কর তাদের
কর্ম্মফল যেমন যাদের
আবার কান্না হাসি তাদের
দেখতে লাগে ভাল॥

(১৩)

(সুর—মেঘের কোলে রোদ উঠেছে)

হিন্দুর ছেলের মান্‌তে হয় যে বারতিথিনক্ষত্র
তেত্রিশ কোটি দেবতার উপর এরা বিন্দু মাত্র ॥
দুর্লভ এ মানব জীবন, রাখবে সদা করে যতন
যদি আপদ বালাই এদের সৃজন মানলে দোষ কুত্র ॥
বৃহস্পতি অমাবস্যা অশ্লেষা মঘায়
উপোস করে রইলে ঘরে ক্ষতি কিগো তায়
বিষম লেগে মরে লোকে হুচোট খেয়েও সিঙে ফোঁকে
তাই বলি ভাই জেনে রাখ এরা সহজ নহে পাত্র ॥

(১৪)

(সুর—রূপ দেখে যে কুল হারালাম)

আমি কাল করিলাম আমাবস্যায়
হেলে গরু কিনে।
এক ফোঁটা দুধ দেয় না সে যে
যতই মরি টেনে ॥
বলে ছিল দিন ভাল নয়
হাটে যাওয়া উচিত না হয়
নাস্তা নাবুদ হনু যেগো
তার কথা না শুনে ॥

(১৫)

(সুর—বেঘোরে বেহারে চড়িনু এক্কা)

সাতাশ বছর পরে গো এবার
অর্দ্ধোদয় যোগ এল গো আবার।
ত্রিকোটী সূর্য্য গ্রহণে স্নানের
ফল পায় ডুব দিলে একটিবার ॥
সারা বঙ্গভূমি খেপিল অমনি
সে মহাপুণ্য লভিতে গো
পদব্রজে রেলে ধায় গঙ্গাকূলে
লাজ ভয় সব তেয়াগি তখনি ॥
মুন্সিপ্যালিটি ভাবি ব্যাপারটি
মাহেন্দ্র যোগের উদয় গো
দাতাকর্ণ সম যাত্রী সমাগম
উদ্দেশে বাঁধিল ঘর পরিপাটি ॥
ভলন্টিয়ার দল ছিল এতকাল
মুমূর্ষু হেন বেকার গো
ভীড় সামলাতে পাহারোলা সাথে
কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল ॥

ধন্য বঙ্গদেশ মহিমা অশেষ
পুণ্য স্পৃহা তব অনন্ত গো
একটি জীবনে এত পুণ্য জমে
কোটি জনমে তা হবে না শেষ ॥

(১৬)

(সুর—গত নিশি শ্যাম গেছে)

এপ্রেল মাস—
কত কীর্ত্তি করিলে প্রকাশ
Fool হয়ে জন্ম নিলে ফুলেতে বিকাশ ॥
সবে বলে মাষ্টার গুলর এপ্রেল মাসে জন্ম।
তাই বুঝি বাবা হয়ে বলে অপরের এ কর্ম্ম
এ সম্মান কেউ না নিলে মনের দুঃখে গেল চলে
দুর্লভ এ জীবন করিলে নাশ ॥
তোমার ঐ শেষ দিনে, মেয়ার ইলেক্‌সনে
কংগ্রেসী দুই দল মেলে প্রেম মিলনে
গেঁথে মালা নানা ফুলে, রাম পরায় রহিমের গলে
কোলে বসা ছেড়ে কোলাকুলির প্রয়াস ॥

(১৭)

(সুর—আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে)

আমার নন্‌কোপারেসন ব্রত প্রায় শেষ হয়ে এল
শুধু সুভাষ রইল বাকি
ওটাকে শেষ করতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত থাকি ॥
প্রথম বলি চিত্তরঞ্জন, প্রিয় ভাজন, পরহিতে রত
বাঁধিনু তারে ছলনা করে কত
ধনে পুত্রে বিনাশি তারে লভিনু রাজটিকি
ওই সুভাষটাকে শেষ করতে পারলে নিশ্চিন্ত থাকি ॥
মতিলাল, সৌজন্যতার, অবতার, ছিল রাজার হালে
বধিনু তারে এই ফাঁদে ফেলে
যতীন মোহন, লোক রঞ্জন, প্রিয় দর্শন, খেলা ধুলায় মগন
আনিনু টেনে দেখায়ে প্রলোভন,
পাঠানু তারে পরপারে সবারে দিয়ে ফাঁকি
ওই সুভাষটাকে শেষ করতে পারলে নিশ্চিন্ত থাকি ॥

(১৮)

(কীর্ত্তন)

উইলিংডন একটিবার, দেখা করতে দাও হে
আমার ধরম করম শরম ভরম সব যে যায় হে॥
অসহযোগ, আন্দোলনটা, নিভে গেছে
এই বার বছর মরীচিকার ফিরেছি পাছে
(এটা) স্বীকার করলে সবাই মিলে
লাগবে মোর পাছে,
(তখন) মহাত্মা বলে কেউ কি আমায় মানবে আর হে॥
হাড়ি জনের জন্যে জেলের বাহিরে এনু
একুশ দিন উপোস করে ভেল্কি লাগানু
কংগ্রেসের পাণ্ডাদের সবায় ডাকানু
কিন্তু আমার কথা নত শিরে মানছে না যে হে॥

(১৯)

(সুর—খিনতা খিনা পাকা নোনা)

খিনতা খিনা পাকা নোনা
খুলে গেল জেল খানা
(ওগো) শুকিয়ে মরব ভয় দেখাতে
(আমায়) আটকে রাখতে পারলে না ॥
ডিস্পেপসিয়া ধরল যখন
উপোস অভ্যাস করনু তখন
এখন এক ঢিলে দুই পাখি মারি
তাত কেউ বুঝলে না ॥

(২০)

(সুর—আমি লিখব না আর এ পাঠশালে)

(আমায়) জেলে পুরছে আর বার করছে।
যেন বিড়ালে ইঁদুর ধরে খেলছে গো ॥
ধরা আর নাহি দোবো, আইন সব মেনে চলব
(এ ভাবে) তেসরা আগষ্টতক কাটাব গো ॥
তবু যদি আবার ধরে, শুকিয়ে মরব একেবারে
ছেড়ে দিলেও কিছু খাব না আর গো ॥

(২১)

(সুর—এত অভিমান বাঁচে কিসে প্রাণ ওষ্ঠাগত মন যোগাতে)

ওহে হাড়িজন, দিব দরশন
　　　　হুটি হাজার টাকা নজর পেলে।
মন্দিরে ঢুকিতে, কুয়ার জল তুলিতে
　　　　আপত্তি তাহাতে হবে না তাহলে ॥
সত্য বটে তোমরা দীন হীন অতি
টাকা কড়ির তেমন নাহিক সঙ্গতি,
সে অভাব সব দূর হয়ে যাবে
উপোস অভ্যাস তোমরা করিলে সকলে ॥
　　ব্যারিষ্টারি করে রোজগার যা করেছি
　　উপোস করে তার শতগুণ পেয়েছি
　　এই উপোসের ফলে, দেশের সকলে
　　　　দেবতা জ্ঞানে পূজিছে আমায়—
কারাগার দ্বার খুলে যায় আপনি
আবদার যা করি মিলে যায় তখনি
তোমাদের উদ্ধার, করিব এবার
　　　　নজরানা আমায় সময় মত দিলে ॥

(২২)

(সুর—ওগো কি হল কি হল প্রাণ সখি)

ওগো কি হল, কি হল এ কি দেখি
কাল নিশেন উড়িয়ে আমায় তাড়াবে নাকি ॥
কেবলি সম্বল
হাড়ি জন দল
টাকা কড়ি তাদের খাটায়ে থাকি ॥

(২৩)

(সুর—শরীরটা আজ বেজায় খারাপ বেশী কিছু খাব না)

অষ্ট লক্ষ টাকা আমি এক বছরে কামিয়েছি।
ঐ হাড়ি জনের দোহাই দিয়ে এই অঘটনটি ঘটিয়েছি ॥
অনেক অনিয়ম করে
ডিস্পেপ্সিয়া গেছে বেড়ে,
তাই লঙ্ঘন পথ্য এক সপ্তাহ করব সব ছেড়ে—
কিন্তু বলব সবায় হিন্দুর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেছি ॥
এ টাকা সব আমার
এর নাইক ভাগীদার
হিসাব পত্র কিছুই রাখতে হবে না গো তার
শুধু ভক্ত চেলায় কাগজ ওলায় দোবো কিছু ভাবতেছি ॥

(২৪)

(সুর—কলঙ্কেতে ভয় করো না)

লাট দরবারে ভক্তেরা যেতে চায় এবার।
মান সম্ভ্রম তা'দের সব গিয়েছে আমার হ্যাঁপায় পড়ে বারে বার॥
সাহেব তোমার পায়ে পড়ি, উঠিয়ে নাও সব রুল জারি
ফের যদি অমান্য করি আইন তোমার
আমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে করে দিও বার,
এই দ্বাদশ বর্ষের অভিজ্ঞতায় (জানন্থ) তুমিই সারাৎসার ॥
মুখে বড়াই করতে হবে ঘোর লড়াই করবে সবে,
হোয়াইট পেপার আইন হবে, তাকি সহা যায়,
কিন্তু কমিউন্যাল এওয়ার্ডলাগি হানা বলা দায়
তাহলে হিন্দু মুসলমানের কেহ দেবে গো প্রহার ॥

(২৫)

(সুর—নেংটা মেয়ের এত আদর)

আমায় তাড়াবার আগেই কংগ্রেস ছাড়াটা ভাল।
এই থাকতে থাকতে আমার দলে চাঁই গুল॥
মালব্য আমায় ত্যাগ করেছে
সোসালিষ্টরা ভয় দেখাচ্ছে
নেহেরু যদি বা জেলে আছে
প্রায় বেরিয়ে এল॥
মায়া কান্না কেঁদে বলব
লিডার আমি আর না রব
শিব গড়তে গেনু শেষে
বাঁদর সব হল—
পায়ে ধরে সাধবে সবে
ইলেক্সনের পরেই যাবে
তুমি সামনে খাড়া থাকলে
পাব ভোট গুল॥

(২৬)

(সুর—তারা দিলিনে দিলিনে দিন)

(my dear friend) পূর্ণ স্বরাজ কোথা গেল ?
(এই) মেকি স্বরাজ নিয়ে কি কর্ব্ব বল ॥
চোদ্দ বছর ধরে, কত উপোস করে
(শেষে) তোমার বিচারে এই কি হল ॥
মনে আমার বড়ই ছিল হে বাসনা
তুমি এ দেশে আর কিছুতেই রবে না,
পুলিস প্রহরী টাকা করি সেনা
মোরে দিয়ে যাবে বাসিয়ে ভাল ॥
এ যে দেখি তুমি পাকা খুঁটি গেড়ে
চিরস্থায়ী বাস বানায়েছ বেড়ে
চাপায়ে সব কাজ সচিবের ঘাড়ে
আমোদে কাটাবে দীর্ঘ দিন গুল ॥
তুমি থাকলে আমার থাকা আর চলে না
এক নারীর দুই পতি এ যুগে খাটে না,
তাই ছাড়িয়ে কংগ্রেস শুষি হাড়িজনা
বিধাতার মনে এই বুঝি ছিল ॥

(২৭)

(সুর—কাজ কি শ্যামের কথা কহিয়ে)

গীতা ক্লাস দিয়েছি আমি খুলে
যে যেখানে পাপী আছ এস গো চলে ॥
যত ইচ্ছা কোরো পাপ
সকলি হইবে মাপ
চুরি চামারি ব্যভিচারী
গলায় ছুরি দিলে ॥
"তুমি কৃষ্ণ হৃদে আছ
করছি যা তুমি করাচ্ছ"
সকল বালাই দূর হবে
এই কথা মনে রাখলে ॥

(২৮)

(সুর—ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে)

ওই ইডেন গার্ডেনের বেঞ্চে
কত মহর্ষি সব বসে আছে।
তোরা কেউ ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝতে চাস ত
চলে যারে ওদের কাছে॥
ওরা ব্রহ্মবিদ্যায় ভারি পণ্ডিত, বলে জড় নাই কিছু সকলি চিৎ
তিনিই করেন সবার বিহিত বিরাজিছেন সবার মাঝে,
তিনি মারলে মারেন রাখলে রাখেন তোদের বুদ্ধি শুদ্ধি সবই মিছে॥
কেন টাকার জন্যে মরিস ভেবে
ওরা আসল টাকা পাইয়ে দেবে
তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা মোটে না রবে
মোক্ষ পাবি হাতের কাছে
জনম মরণ আর না হবে, সুখ দুঃখ সব যাবে ঘুচে॥

(২৯)

(সুর—বল দেখি ভাই কি হয় মোলে)

মায়ের অনুগ্রহ হয়েছে
এই সহর শুদ্ধ সবাই বলছে ॥
গরু মানুষ ছেড়ে এবার, দেখা দেছে গাত্রে নোড়ার
(ওগো) কাল গুটি, সর্ব্বাঙ্গে তার, একেবারে ভরে গেছে ॥
শিলে বাটনা আর না বাটে, হামালদিস্তেয় মসলা কোটে
ও তার ঝনঝনানি শব্দের চোটে, পালাই পালাই ডাক ছাড়িছে ॥
মায়ের আদেশ উনুন না জ্বালা, সাত দিন ধরে তুটি বেলা
রোজ সন্ধ্যাবেলা সাজিয়ে ডালা, পূজো দিতে মায়ের কাছে ॥

(৩০)

মাথুর—(শ্যাম তোর পায়ে পড়ি যা বলি তা শোন)

হরি যাবে যদি মধুপুরি তামাক খেয়ে যাও
ধোঁয়া যাত্রা করে গেলে সেথা পাবে যাহা চাও ॥
রথ হতে নাম তুমি, আঁচল পেতে দি আমি
হুটো কলকে সাজা আছে সুখে টান দাও ॥
পথে পাছে বিপদ ঘটে
হুটো চুরুট দি পকেটে
দেশালাইয়ের বাক্স একটা সঙ্গে করে নাও ॥

(৩১)

(সুর—তোমার অসীমে)

কত কাল পরে রুষে ঘরে ঘরে
মানবে স্ব-ভাবে এসেছে।
দেবতা যক্ষ কিন্নর রক্ষ
গ্রহ তারার ভর ছেড়েছে ॥
পুরোহিত জমিদার মহাজন
গরীবের ধন আর করে না দোহন।
দাসত্ব শৃঙ্খল হয়েছে মোচন
ছোট বড় ভেদ ঘুচেছে ॥
তীর্থ দেবালয় মঠ পীঠস্থান
টিকি ফোঁটা মালা গেরুয়া বসন
ইহ পর কালে ফাঁকির আয়োজন
সে সব আর কিছু নাই—
বলদীপ্ত দেহে দেশের কল্যাণে
সবে সবাকারে সেবে ফুল্ল মনে
অভিজাত বাধা দলিয়া চরণে
সুখ সম্পদ লভিছে ॥

(৩২)

(সুর—পিতার দুয়ারে দাঁড়িয়ে সকলে)

ওয়ার্ল্ড কন্‌ফারেন্সে মিলিয়া সকলে
মীমাংসা এই করেছে,
এ ভবের যত দুঃখ দৈন্য
ঐ টিটোট্যালার্‌ইই ঘটিয়েছে ॥
সাদা জল খাওয়া ছেড়ে দাও ভাই
বোতল গেলাস নিয়ে এস
বন্ধু বান্ধবে ডেকে এনে সবে
হাসি মুখে সবাই বোসো ॥
নন্‌কোপারেশন সুরা নিবারণী
দেশের দফা রফা সারিছে
মানুষে মানুষে প্রাণে প্রাণে টান
ছিঁড়ে খুঁড়ে সব ফেলিছে—
বেকার সমস্যা কমিউন্যাস হিংসা
ঘুচে যাবে সব এখনি
বোতলটি একবার ঘুরিয়া আসিলে
সুরার মহিমা এমনি ॥

(৩৩)

(সুর—ঠাকুরদাদা পেয়ারা খায়)

বাবুরা ডাব এখন খায়। (বোতল ছেড়ে)
কচি কিংবা নেয়াপাতি, নারকেলও না ফেলা যায়॥
সবে বলে ডাব খেলে
সকল অসুখ যায় চলে
ডায়াবেটিস ডিস্পেপ্সিয়া ব্লাডপ্রেশর লিভার পিলে
ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা বেরিবেরি
হাঁপানি ও একজ্বরি
গেঁটে বাত সায়াটিকা সবই ভাল হয়॥
কিছু করো না সংশয়॥
চার পয়সায় একটা ডাব কিনিলে শাঁসে জলে
আহার ওষুধ দুই হয় নেশাও হয় বলে
বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি এটি
একনম্বির পরিপাটি
দেবতারাও ডাব পেলে তুষ্ট অতি হয়
জয় ডাবের জয়॥

(৩৪)

(সুর—আসোহিয়া)

অতুলে অক্ষয়ে যুদ্ধ চলেছে দারুণ গরমে ইডেন উদ্যানে
ছাঁদা বাঁধা বহু বিবাহ প্রথা ভাল কি মন্দ স্থির হবে এ রণে
এ সময়ে নাহি জাপটা জাপটি
ঘুসোঘুসি কিংবা লাঠালাঠি
চলেছে কেবলি কথা কাটাকাটি
ইংরেজী বাঙ্গলায় যখন যা আসছে মনে ॥
অক্ষয় বলে ছাঁদা বাঁধা প্রথা ভাল, একের নিমন্ত্রণে দশে লভয়ে ফল,
বহু বিবাহে পুরুষত্ব বিকাশ শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে হয়েছে প্রকাশ
অতুল বলে ওসব ইতর বর্ব্বর, চুরি ডাকাতির শুধু নামান্তর
ব্যভিচার সমাজে করিছে প্রচার, পরকীয় প্রেমে মাতিছে সর্ব্বজনে ॥

(৩৫)

(সুর সদানন্দময়ী কালী)

মায়ের নাম ছুটো করে নে ভাই
খেঁউড় পরে গাওয়া যাবে!
গোড়া থেকে খেঁউড় ধরলে
লোকে মোদের মন্দ ভাববে ॥
বৃন্দাবনে রাধা সনে
কৃষ্ণ লীলা কীর্ত্তনে
প্রেমে মাতোয়ারা হলে
বিদ্যাসুন্দর ধরিবে ॥
বুড়ো হার ফের গজাবে
যৌবন আবার ফিরে পাবে
দেবেন দাদা ঘুঙুর পায়ে
মাজা দুলিয়ে নাচিবে ॥

(৩৬)

(সুর—যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে)

তোদের চেয়ে মোদের কাল্‌চার কত যে ভাল
তোরা বুঝবি কি করে—
তোরা বুঝবি কিরে বুঝবি কিরে বুঝবি কিরে
তোদের বুঝাই কি করে ॥
তোদের হেলেন হরণ হলে (সেই ত্রেতা যুগে)
তোদের দেশ শুদ্ধ লোক ক্ষেপে উঠে তাঁর উদ্ধারে চলে।
মোদের সীতার বেলায়
মোরা যজ্ঞ কুণ্ড আগলে রহি যায় বানর তার উদ্ধারে ॥
তোদের লুক্রেসি ধর্ষণে (সেই দ্বাপর যুগে)
অত্যাচারী রাজায় তোরা দিলি নির্ব্বাসনে
মোদের দ্রুপদী বেলায়
মোরা রাজ্য ছেড়ে বনে গেনু রাজার অত্যাচারে ॥
তোরা নারী পুজিস এখন (এই কলিযুগে)
মুণ্ড ছিঁড়ে ফেলিস তার কেউ করিলে অপমান
মোদের নারীর বেলায়
মোরা অহিংসা ধর্ম্ম প্রচার করি যখন দুষ্টেরা রেপ করে ॥

৩

(৩৭)

(সুর—তোরা কে এলি আমার কাঁচা ঘুমে ঘুম ভাঙ্গাতে)

শীগ্‌গির এক কাপ চা করে দাও
আমি মাঠে যাব হাওয়া খেতে।
রোদ্দুর উঠে গেলে বেড়িয়ে
ফল হবে না তেমন তাতে॥
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে
মোরা কজন বুড়ো মিলে
মহারাণীর পাদমূলে বসে
উপায় খুঁজি আরো বাঁচি যাতে॥
বেদ পুরাণে লেখা আছে
হাজার হাজার বছর বাঁচে
মোদের বেলা পাঁচের পর পাঁচে
ঘাটের মড়া বলে চায় না ছুঁতে॥
সে কালের মত এখন
ধ্যান ধারণায় থাকব মগন
দেখব কেমন করে শমন
নেযায় মোদের দিন থাকিতে॥

(৩৮)

(সুর—নিশার স্বপন টুট্‌লরে ভাই)

হাওয়া খাওয়া ঘুচ্‌ল রে ভাই ঘুচ্‌ল রে
ফেরি সার্ভিস টুট্‌ল রে ॥
রইল না আর মেশামেশী, আমোদ আহ্লাদ হাসি খুসি
হৃদকমলের দলগুলি সব একেবারে মুদ্‌ল রে, মুদ্‌লরে
ফেরি সার্ভিস টুট্‌লরে ॥
ঘরের কোণে এবার বসে রাজা উজির মারব কসে
পরনিন্দা পরচর্চায় দিন গুলি বেশ কাটবে রে
আহ্নিক পূজায় থাকব মেতে
কাছে কারেও দোবো না ঘেঁসতে
পটল যখন তুলব তখন পারে যাব একলারে, একলারে
ফেরি সার্ভিস টুট্‌লরে ॥

(৩৯)

(সুর—একবার তোরা মা বলিয়া ডাক)

একটিবার শুধু দাওগো বলে
ডোমিনিয়ন ষ্টাটস্ হবে সময় এলে
আমাদের প্রেষ্টিজ যায় যে গো চলে
না থাকায় ও কথাটি রিপোর্টে ॥
পূর্ণস্বরাজ কংগ্রেসি বুলি
ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটস মোদের গোল কেবলি
তারা মানে না (তোমার) নিয়মাবলী
মোরা চিরাশ্রিত ও শ্রীবুটে ॥
উভয়ে ফেলিগো ক্রকোডাইল টিয়ার্স
লোকের দুঃখে মোরা করি হা হুতাশ,
আন্দোলন মোদের সকলি ফার্স
লক্ষ্য মিনিষ্টারি কেমনে জোটে ॥
তুমি প্রভু মোদের দয়া না করিলে
ডোমিনিয়ন ষ্টাটস বিলে না লিখিলে
ভোট গুল সব কংগ্রেসে পেলে
মিনিষ্টারি মোরা পাব না মোটে ॥

(৪০)

(সুর—আমার সোণার বাঙ্গলা)

আমার সাহেব দেবতা
এস তোমায় বরণ করি।
চিরদিন তোমার কৃপায়, তোমার ছায়ায়
আমি বেয়ে বেড়াই জীবন তরি ॥
লোভে পড়ে, তোমায় ছেড়ে
চোদ্দ বছর ধরে—
পূর্ণ স্বরাজ পাথার মাঝে
হাবুডুবু খেয়ে মরি ॥
রংটি কেমন ফরসা গো
মিষ্ট কেমন ভাষা গো
স্বর্গ হতে পাই গো যখন
শেক্যাণ্ড কর মোর সনে।
তোমার কাছে সভার মাঝে
বসতে একবার পেলে
গৌরবে স্ফীত বক্ষে
সকল দুঃখ পাসরি ॥

(৪১)

(সুর—জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে)

চাঁদাগ্রাহী বাক্যব্যয়ী নেতার দল হে
জয় জয় হোক তোমাদের
নির্জীব এ দেহে প্রাণ সঞ্চারিলে
আশা মরীচিকা দানে
বিশাল ভারত হবে হস্তগত
বন্দে মাতরম্ গানে
চরকা তকলি ঘোরালে সত্যাগ্রহ করিলে
হাসি মুখে লাঠিপেটা সহিলে
ধন্য বুদ্ধি তব মন্ত্র অভিনব
শুনালে মোহন তানে
জয় হে জয় হে জয় হে
জয় জয় হোক তোমাদের ॥
তিরিশ কোটি মোরা ভারতবাসী
একই শিকলে সবে বাঁধা
আকৃতি প্রকৃতি আহার রীতি নীতি
ভাষা বিভিন্ন শতধা
কেহ কারো সাথে না মেশে অশৌচ গ্রহণ পরশে,
সুখী পরস্পর নাশে,
ধন্য জন্ম ভবে বিচিত্র এ মানবে
মিলালে লোভের টানে,
জয় হে জয় হে জয় হে
জয় জয় হোক তোমাদের ॥

(৪২)

(সুর—তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ঈশ তুমি মহেশ)

পূর্ণ স্বরাজী যে কটি ছিল
পুলিস কোর্টে হাজির হইল
প্রমাণ করিতে নবকৃষ্ণ লীলা
দেশের কল্যাণে প্রকট করিল ॥

খদ্দর প্রচার বিদেশী বর্জ্জন
আইন অমান্য যত আন্দোলন
ব্যর্থ সকলি হইল কেবলি
কৃষ্ণলীলা কেহ করেনি কীর্ত্তন ॥

এ কৃষ্ণ লীলায় টাকার দরকার
বাঁশী হবে নারী ভোলে নাক আর,
ব্লুম ব্লাউজ পাউডার পারফিউম
সিনেমা দেখাতে হবে বারেবার
কুঞ্জবনে দেখা গভীর নিশীথে
সেকেলে প্রথা হবে যে ছাড়িতে
প্রাসাদে রেলে মোটরে প্লেনে
দিনমানে কেলি হবে যে করিতে ॥

(৪৩)

(সুর—কীর্ত্তন)

গোল! গোল! গোল! ঐ যাঃ

বলটা যে ক্লিয়ার করলে

পাজি বেটা কি করিলে

আমার মোহন বাগানের বলটা কিক্ করে গো ফিরিয়ে দিলে ॥

গোলটা ঠিক হোত

ব্যাকটা যদি না থাকত

কার সাধ্য রোধে বলকে কুমার শুট করলে গোলে ॥

রেফারিটাও এক চোখো

তোমরা সবাই দেখ দেখো

গোষ্ঠ একটা গোরাকে শুইয়ে দিয়েছে বলে পেনাল্টি দিলে ॥

ওমা কালী রক্ষা কর মা!

গোলটা বাঁচাও গো মা

আমার আহার নিদ্রা ঘুচে যাবে মোহন বাগান হেরে গেলে ॥

(৪৪)

(সুর—তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ)

ভারতে ব্রিটেনে, যুদ্ধ চলেছে, বর্ষ সঙ্গমে, ইডেন উদ্যানে।
সবুজ মঞ্চে কাতারে কাতারে যুবকবৃন্দ দেখিছে সে রণে॥
এ সমরে নাহি রক্তারক্তি
রাগ দ্বেষ কিংবা কঠোর উক্তি
যা কিছু ঠোকাঠুকি হতেছে ব্যাটে বলে
জিনিবে সেই দল যে হবে বেশী রণে॥
শুভ্র মঞ্চগুলি বৃক্ষ আচ্ছাদিত
চন্দ্রাতপ তদুপরি প্রসারিল
উপবেশন সুখ সকলি সমাহিত
কুড়ি টাকা ভয়ে কেহ না জুটিল—
ওদিকে যুবকেরা রৌদ্র দগ্ধ হয়ে
স্পোর্টিং স্পিরিটে নিতেছে সব সয়ে
বাহবা করতালি, দিতেছে নির্ব্বিশেষে
উভয় পক্ষের সুদক্ষ যোদ্ধৃগণে॥

(৪৫)

(সুর—হরিনাম বিনে কি ধন আছে)

তাসের তুল্য নাইকো খেলা জগতে।
খেলে নে ভাই দিন থাকিতে॥
আবাল বৃদ্ধ মেয়ে মদ্দ
সকল দেশে সব জাতে।
(সবাই জানে তাস খেলিতে)
ও ভাই হাকিম হুজুর মুটে মুজুর
ফুরসুৎ পেলেই তাস পেটে॥
আজব খেলা চলেও একলা
সঙ্গী যদি কেউ না জোটে।
(আপনি হারে আপনি জেতে)
আবার তাসের ম্যাজিক, যেন ভৌতিক
সবাই আমোদ পায় গো তাতে॥
যুগে যুগে এই খেলাটা বদলে যায় গো সময় মতে
(এক ঘেয়ে খেলা নয় গো মোটে)
ভাই বিন্তি গ্রাবু প্রমেরা ছেড়ে
ব্রীজে এখন সবাই মাতে

(৪৬)

(সুর—আমি চিনি গো তোমারে)

আমি তাস পাশা দাবা খেলিতে কিছু যে জানিনে
পড়া মুখস্থ করা ছাড়া কিছু যে শিখিনে ॥
আমি থিয়েটার দেখিনি জীবনে
সিনেমা যে কি তা জানিনে
শুধু জানি খেতে—
আর বাজার করিতে
তার বেশী জানিনে ॥
আমি স্কুল ঘর শুধু করেছি
ফুটবল ক্রিকেট দূরে রেখেছি
আমি কারো সাথে না মিশেছি
একলা চলেছি পথে—
মেয়ের বিয়ে দিয়েছি
টাকা রোজগার অনেক করেছি
কিন্তু যত্র আয়
তত্র ব্যয়
জমাতে কিছু পারিনে ॥

(৪৭)

(সুর—যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা)

দয়াময় দয়া করে এই দই থানাও দাও সাবাড় করে।
তোমার অনন্ত ক্ষুধা অনলে ভস্ম হয়ে যাবে অচিরে ॥
জানতাম না যে এই বাবুরা
কাজের নয় (কেবল) কথায় ভরা
এত জিনিষ কেনালে মিছে খেতে পারে বলে বড়াই করে ॥
(এখন) এক খুরি মাংস খেয়ে
(বলে) আর দিওনা পড়ি পায়ে
কোর্টে যাওয়া বন্ধ হবে ডাকতে হবে ডাক্তারে ॥
ভাগ্যে তুমি দয়াময়
এমন সময় হয়ে উদয়
উদ্ধারিলে এই পাপীদের উদ্বৃত্ত উদরে পুরে ॥

(৪৮)

(সুর—আজিগো জননী চরণে)

আশুতোষ তুমি অবকাশ শেষে
চলিলে কর্ম্মক্ষেত্রে আবার।
উন্নত স্বাস্থ্যে প্রফুল্ল চিত্তে
নব বলে দীপ্ত হয়ে এবার॥
যাও যাবে সখা দিও কিন্তু দেখা
মাঝে মাঝে যবে সুবিধা হবে
তোমারে হেরিলে আমা সকলের
পুলকে ভরিয়া উঠে যে প্রাণ—

কোরাস { জ্যোতিষ সুরেশ, তালুকদার ভোস জ্ঞানেন্দ্র মহেন্দ্র হরিদয়াময়
তোমার সঙ্গ হয়ে বঞ্চিত থাকিবে সতত মুহ্যমান }

অতি স্বল্প ভাষী, মৃদু মন্দ হাসি, সহজ সরল উদার হৃদয়
সকলেতে তুষ্ট কভু নহে রুষ্ট সকলের প্রতি সমান সদয়
জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা আছে বলবতি যৌবন উদ্দাম রয়েছে অক্ষয়
কুমার পদবি সার্থক হয়েছে আরোপি তোমাতে হে মহীয়ান্

কোরাস { জ্যোতিষ—
তোমার— }

(৪৯)

(সুর—কোথা ছিলি সজনি লো)

কোথা ছিলে খাঁ বাহাদুর ; মোরা যে তব তরে
বসে আছি হাঁ করে
খাওয়াইবে বলেছিলে, চিকেন কাবাব রুটি,
লিগ চ্যাম্পিয়ন হ'লে মেহম্মিদান স্পোর্টিং ।
দিন স্থির করে ফেল, দেরি আর কোরো না
কখন কার কি যে হয় বলা ত যায় না,
ঠাণ্ডা বেশ পড়েছে, সস্তা সব হয়েছে
দয়াময় রাজী আছে ভার নিতে ইটিং ॥

(৫০)

(সুর—মাণিক পীর ভবপারে যাবার লা)

কালী সিংহী ঢেঁকি অবতার
টিকি গবেষণার তরে হল ইচ্ছে তার ॥
সারা বাঙ্গলায় সমাচার দিল হবে টিকি মহাযজ্ঞ।
দলে দলে ব্রাহ্মণ আসে পণ্ডিত আর অজ্ঞ ॥
কারো টিকি গরুর ল্যাজ কারো বা টিকটিকির।
পুষ্প বাঁধা কারো তাহে কারো নাই কোন ফিকির ॥
ওজন বুঝে টিকির দাম হলে স্থিরীকৃত।
কেটে তারে আহুতি দিল মাখাইয়া ঘৃত ॥
তর্কচূড়ামণির টিকি সব চেয়ে পুড়ল ভাল।
সে অবধি টিকি মাহাত্ম্য প্রচার ক'রতে লাগল ॥
টিকি ধর্ম্ম, টিকি কর্ম্ম টিকি কণ্ডাক্টার।
আর টিকি রাখলে নাচতে নাচতে হবে ভব পার ॥